সমকাল
প্রকাশ: রবিবার, ২১ এপ্রিল ২০২৪ 

# ঋণের তৃতীয় কিস্তি ছাড় করতে পারে আইএমএফ

**সমকাল প্রতিবেদক**

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) ঋণের জন্য গত ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিপালনের জন্য মোটাদাগে যেসব শর্ত দিয়েছিল, তার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার নিট রিজার্ভ ছাড়া অন্য সব শর্ত পূরণ করেছে বাংলাদেশ। রিজার্ভের ঘাটতিও খুব বেশি নয়, তাই ঋণের তৃতীয় কিস্তি পেতে কোনো সমস্যা হবে না বলে মনে করছে সরকার। অর্থ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য জানা গেছে।

ঋণ কর্মসূচির আওতায় শর্ত বাস্তবায়ন ও সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে আগামী ২৪ এপ্রিল ঢাকায় আসছে আইএমএফের একটি মিশন। এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন সংস্থার এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভাগের প্রধান রাহুল আনন্দ। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের সঙ্গে তাদের টানা ১৬ দিনের সিরিজ বৈঠক চলবে আগামী ৮ মে পর্যন্ত।

আইএমএফ গত বছরের ৩০ জানুয়ারি বাংলাদেশের জন্য ৪৭০ কোটি ডলার ঋণপ্রস্তাব অনুমোদন করে। এর তিন দিন পর প্রথম কিস্তিতে ছাড় করে ৪৭ কোটি ৬২ লাখ ৭০ হাজার ডলার। এর পর গত ১৬ ডিসেম্বর দ্বিতীয় কিস্তির ৬৮ কোটি ২০ লাখ ডলার ছাড় করা হয়। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী মে মাস নাগাদ তৃতীয় কিস্তির ৬৮ কোটি ২০ লাখ ডলার ছাড় করা হতে পারে। ২০২৬ সাল পর্যন্ত সাড়ে তিন বছরে মোট সাত কিস্তিতে পুরো অর্থ দেওয়ার কথা।

প্রাথমিকভাবে আইএমএফের তৃতীয় কিস্তি ছাড়ের জন্য গত ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে নীট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৬ দশমিক ৮১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে রিজার্ভ বড় ধরনের উন্নয়নের উন্নতি না হওয়ায় বাংলাদেশের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তা কমিয়ে ১৭ দশমিক ৭৮ বিলিয়ন ডলারে নামিয়ে আনা হয়। তার পরও বাংলাদেশ এ লক্ষ্য থেকে ৫৮ মিলিয়ন ডলার পিছিয়ে ছিল। দ্বিতীয় কিস্তি ছাড়ের জন্য গত জুন পর্যন্ত রিজার্ভের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৩ দশমিক ৭৪ বিলিয়ন ডলার। তখনও লক্ষ্য পূরণ সম্ভব হয়নি। জুন শেষে দেশে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১৯ দশমিক ৫৬ বিলিয়ন। এ ছাড়া তখন রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ হয়নি। এর পর দ্বিতীয় কিস্তির আগে আসা মিশনকে এসব লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়ার পেছনে যৌক্তিকতা যথাযথভাবে বোঝাতে সমর্থ হওয়ায় দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ পায় বাংলাদেশ।

এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রউফ তালুকদার বলেছেন, আইএমএফের ঋণের ১০টি শর্তের ৯টি পূরণ করতে পেরেছে বাংলাদেশ। তাই ঋণের পরবর্তী কিস্তি পেতে কোনো অসুবিধা হবে না। জানা গেছে, তৃতীয় কিস্তির জন্য নির্ধারিত ছয়টি পরিমাণগত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রিজার্ভ ছাড়া পাঁচটি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে। এগুলোর মধ্যে গত বছরের ডিসেম্বরে কর রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১ লাখ ৪৩ হাজার ৬৪০ কোটি টাকা। সরকার ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে কর রাজস্ব আদায় হয়েছে ১ লাখ ৬২ হাজার ১৬৪ কোটি টাকা।

ঋণের আরেকটি শর্ত হলো বাজেট ঘাটতি যেন ৯০ হাজার ৫২০ কোটি টাকার বেশি না হয়। ডিসেম্বরে ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকা। এ ছাড়া ঋণের দুটি শর্ত হলো, ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারের সামাজিক ব্যয় ও মূলধন বিনিয়োগ হতে হবে ৫০ হাজার কোটি টাকার বেশি। গত ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকার এ দুই খাতে প্রায় ১ লাখ টাকা ব্যয় করেছে। এ ছাড়া গত ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারকে দেওয়া রিজার্ভ মানি লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ হয়েছে।

এ ছাড়া তৃতীয় কিস্তির জন্য আইএমএফের কিছু কাঠামোগত শর্তও ছিল। এ শর্ত পূরণে এরই মধ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জিডিপির ত্রৈমাসিক তথ্য প্রকাশ করা শুরু করেছে। সংসদে ব্যাংক কোম্পানি (সংশোধন) আইন এবং ফিন্যান্স কোম্পানি আইন পাস হয়েছে এবং আইএমএফের সুপারিশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আইনগুলো এরই মধ্যেই কার্যকর করা হয়েছে। এ ছাড়া সরকার মার্চ মাসে পেট্রোলিয়াম পণ্যগুলোর জন্য একটি পর্যায়ক্রমিক সূত্র-ভিত্তিক মূল্য সমন্বয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং এরই মধ্যে দু' বার সমন্বয় করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে আইএমএফের প্রধান কার্যালয়ে চলমান সম্মেলনে এক ব্রিফিংয়ে গতকাল শনিবার সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে সংস্থাটির এশিয়া ও প্যাসিফিক বিভাগের পরিচালক কৃষ্ণা শ্রীনিবাসন বলেন, এটা সত্য যে বাংলাদেশে বিনিময় হার ও রিজার্ভের অবস্থান ততটা উন্নত হয়নি। এর ওপর জাতীয় নির্বাচনের প্রভাবও থাকতে পারে। মুদ্রাবিনিময় হার আরও বাজারভিত্তিক করা গুরুত্বপূর্ণ।

সমকাল
প্রকাশ: রবিবার, ২১ এপ্রিল ২০২৪ পৃষ্ঠা নং- ১২

# ৮ মাসে সঞ্চয়পত্রে সরকারের ঋণ কমলো ৮৮৯২ কোটি

গ্রাহকরা কেনার চেয়ে ভাঙাচ্ছেন বেশি

**সমকাল প্রতিবেদক**

সঞ্চয়পত্রে মানুষের বিনিয়োগ কমছে। এ কারণে এই উৎস থেকে সরকারের ঋণ কমছে ধারাবাহিকভাবে। আবার সুদহার অনেক বেড়ে যাওয়ায় কেউ কেউ এখন ট্রেজারি বিল-বন্ডে টাকা খাটাচ্ছেন। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে সঞ্চয়পত্র থেকে সরকারের ঋণ ৮ হাজার ৮৯২ কোটি টাকা কমেছে। গত অর্থবছর সঞ্চয়পত্রে সরকারের ঋণ কমেছিল ৩ হাজার ২৯৬ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্টরা জানান, উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের সঞ্চয় প্রবণতা কমেছে। এ ছাড়া স্বল্পমেয়াদি ট্রেজারি বিলে টাকা রেখে এখন সাড়ে ১১ শতাংশের মতো সুদ পাওয়া যাচ্ছে, সঞ্চয়পত্রের তুলনায় যা বেশি। ট্রেজারি বন্ডে সুদ পাওয়া যাচ্ছে ১২ শতাংশের বেশি। ট্রেজারি বিল ও বন্ডের মুনাফার বিপরীতে কোনো কর কাটা হয় না। এসব কারণে অনেকেই এখন সঞ্চয়পত্রে টাকা না রেখে বিল ও বন্ড কিনছেন।

এদিকে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সরকারের ঋণ কমিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকে বাড়ানো হচ্ছে। গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংকে সরকারের ঋণ ৩৪ হাজার ৭২৩ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। একই সময়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ৪৫ হাজার ৪৭৩ কোটি টাকা নেওয়া হয়। এতে প্রথম ৮ মাসে ব্যাংক ব্যবস্থায় সরকারের নিট ঋণ বেড়েছে মাত্র ১০ হাজার ৭৫১ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছর সঞ্চয়পত্র থেকে সরকার ১৮ হাজার কোটি টাকা এবং ব্যাংক ১ লাখ ৩২ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। জানা গেছে, ব্যয় সংকোচন নীতির কারণে সরকার ঋণ নিচ্ছে কম। গত অর্থবছর সঞ্চয়পত্র থেকে ৩৫ হাজার কোটি টাকা ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকার ১ লাখ ২২ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছিল। এর মধ্যে শুধু কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে নেওয়া হয় ৯৭ হাজার ৬৮৪ কোটি টাকা। দেশে দীর্ঘদিন ধরে মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের আশপাশে রয়েছে। গত মার্চ শেষে মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ৮১ শতাংশ। উচ্চ মূল্যস্ফীতি সামাল দিতে গ্রাহকদের একটি অংশ মেয়াদপূর্তির আগেই সঞ্চয়পত্র ভেঙে ফেলছে। মেয়াদপূর্তির আগে নগদায়ন করলে সুদ কম পাওয়া যায়।

সমকাল
প্রকাশ: রবিবার, ২১ এপ্রিল ২০২৪ পৃষ্ঠা নং- ১২

# মুনাফা বেড়েছে, ভালো লভ্যাংশ দিচ্ছে ব্যাংক

**সমকাল প্রতিবেদক**

গত বৃহস্পতিবার পর্যন্ত শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৩৬ ব্যাংকের মধ্যে ১১টি নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে শুধু আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লোকসানে। বাকি দশ ব্যাংক ২০২৩ সালে নিট ৫ হাজার ২৩২ কোটি টাকা মুনাফা করেছে, যা আগের বছরের তুলনায় ২২ শতাংশ বেশি। দশ ব্যাংকের মধ্যে আটটির নিট মুনাফা আগের বছরের চেয়ে বেড়েছে। পাঁচ ব্যাংক গত বছরের তুলনায় বাড়তি লভ্যাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাকি তিনটির ঘোষিত লভ্যাংশ ঘোষণা অপরিবর্তিত।

২০২৩ সালের নিট মুনাফার তথ্য প্রকাশ করেছে ব্র্যাক, দ্য সিটি, ডাচ্-বাংলা, ইস্টার্ন, মার্কেন্টাইল, মিউচুয়াল ট্রাস্ট, প্রাইম, পূবালী, শাহ্জালাল ইসলামী ও উত্তরা ব্যাংক। ২০২২ সালে এই দশ ব্যাংকের নিট মুনাফা ছিল ৪ হাজার ২৮৮ কোটি টাকা। সর্বাধিক সাড়ে ৪১ শতাংশ নিট মুনাফা বেড়েছে ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের। ২০২২ সালে ব্যাংকটির শেয়ারপ্রতি আয় ছিল ৭ টাকা ৫৭ পয়সা, যা ২০২৩ সালে বেড়ে ১০ টাকা ৭২ পয়সায় উন্নীত হয়েছে। ৩৩ শতাংশের বেশি নিট মুনাফা বেড়ে সিটি ব্যাংকের ইপিএস ৫ টাকা ২১ পয়সায় উন্নীত হয়েছে। ব্র্যাকের ইপিএস ৩ টাকা ৭৫ পয়সা থেকে বেড়ে ৪ টাকা ৭৩ পয়সায় উন্নীত হয়েছে। ইস্টার্ন ব্যাংকের ইপিএস ৪ টাকা ২৪ পয়সা থেকে ৫ টাকা শূন্য ৭ পয়সা, মিউচুয়াল ট্রাস্টের ইপিএস ২ টাকা ৪১ পয়সা থেকে ২ টাকা ৯১ পয়সা, প্রাইমের ৩ টাকা ৫৩ পয়সা থেকে ৪ টাকা ২৪ পয়সা, পূবালীর ৫ টাকা ৪৯ পয়সা থেকে ৬ টাকা ৭৬ পয়সা এবং উত্তরা ব্যাংকের ইপিএস ২০২২ সালের ৩ টাকা ৬৯ পয়সা থেকে বেড়ে ৪ টাকা ৩২ পয়সায় উন্নীত হয়েছে। শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংকের ইপিএস আগেরবারের মতো ৩ টাকা ২২ পয়সা হয়েছে। আর মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ইপিএস ২ টাকা ১২ পয়সা থেকে কমে ১ টাকা ৮৬ পয়সায় নেমেছে।

**লভ্যাংশ ঘোষণা**

ব্র্যাক ব্যাংক শেয়ারহোল্ডারদের ১০ শতাংশ নগদের পাশাপাশি ১০ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা গত বছর ছিল সাড়ে ৭ শতাংশ নগদসহ মোট ১৫ শতাংশ। সিটি গত বছর ১০ শতাংশ নগদসহ মোট ১২ শতাংশ লভ্যাংশ দিয়েছিল। এ বছর ১৫ শতাংশ নগদসহ মোট ২৫ শতাংশ দেবে। ডাচ্-বাংলা ব্যাংক এ বছর সাড়ে ১৭ শতাংশ নগদসহ মোট ৩৫ শতাংশ লভ্যাংশ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে, যা গত বছর ছিল সাড়ে ১৭ শতাংশ নগদসহ মোট ২৫ শতাংশ। পূবালী ব্যাংক গত বছর শুধু সাড়ে ১২ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছিল, এ বছর এর সঙ্গে সাড়ে ১২ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশও দেবে। উত্তরা ব্যাংক সাড়ে ১৭ শতাংশ নগদের সঙ্গে সাড়ে ১২ শতাংশ বোনাস লভ্যাংশ দেবে, যা গত বছর ছিল ১৪ শতাংশ নগদসহ মোট ২৮ শতাংশ।

দৈনিক কালবেলা
প্রকাশ: রবিবার, ২১ এপ্রিল ২০২৪ পৃষ্ঠা নং- ১২

# ক্ষুদ্রঋণের পরিচিতি বদলে ফেলা হচ্ছে

## পরিচিতি পাচ্ছে ‘ক্ষুদ্র অর্থায়ন’ নামে

**শাহ আলম খান**

বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পাওয়া দেশের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সময়ের বাস্তবতায় এখন অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে। জীবনযাত্রার মান ও ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং ধারাবাহিক ঊর্ধ্বগতির মূল্যস্ফীতির কারণে এই সামান্য ঋণ নিয়ে কারবার করতে প্রান্তিক পর্যায়ের একেবারে অসচ্ছলরাও তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। কারণ, ৫-১০ হাজার কিংবা ২০-২৫ হাজার টাকার এই ঋণে এখন কোনো ব্যবসায়িক উদ্যোগই সফল করা যাচ্ছে না। অর্থাৎ দেশে এই ক্ষুদ্রঋণের প্রয়োজনীয়তা প্রায় ফুরিয়ে আসছে। সবার প্রয়োজন আরও বেশিহারের ঋণ। কিন্তু সারা দেশে প্রান্তিক পর্যায়ে বিভিন্ন ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণের বড় অংশই ৫০ হাজার টাকার নিচে সীমাবদ্ধ। তা ছাড়া ক্ষুদ্রঋণের সুদ বেশি। এর বিপরীতে ব্যাংকগুলো এখন সেবা নিয়ে যাচ্ছে প্রান্তিক মানুষের কাছে। দিচ্ছে প্রশিক্ষণও। সব মিলে ক্ষুদ্রঋণের দেশীয় বাস্তবতা উপলব্ধি করেছে এর তদারককারী সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটিও (এমআরএ)। এমন আরও অনেক বিষয় আমলে নিয়ে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ (এমআরএ) এখন এ-সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালার পরিবর্তন বা সংশোধনী আনতে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে তার খসড়াও প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই খসড়া পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, বাস্তবতার মুখে এখন ক্ষুদ্রঋণের বর্তমান পরিচিতিই পাল্টে ফেলা হচ্ছে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন, ২০০৬-এর সংশোধনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণের ‘ঋণ’ বা মাইক্রোক্রেডিটের ‘ক্রেডিট’ শব্দটিই উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এর পরিবর্তে যুক্ত করা হচ্ছে ক্ষুদ্র অর্থায়ন বা মাইক্রোফিন্যান্স কার্যক্রম। একইভাবে ক্ষুদ্রঋণ তদারক প্রতিষ্ঠান মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) বা ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের নামও বদলে ফেলা হচ্ছে। অর্থাৎ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির জায়গায় নতুন নাম দেওয়া হচ্ছে মাইক্রোফিন্যান্স রেগুলেটরি অথরিটি বা ক্ষুদ্র অর্থায়ন নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ। আইনের পুরো খসড়া পর্যালোচনা করে আরও দেখা গেছে, যেখানে যেখানে ‘ক্ষুদ্রঋণ’ বা ‘মাইক্রোক্রেডিট’ শব্দ রয়েছে, সংশোধিত খসড়ায় তা ছেঁটে ফেলে ক্ষুদ্র অর্থায়ন বা মাইক্রোফিন্যান্স শব্দ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো এমআরএর নিয়ন্ত্রণে থাকা সারা দেশের প্রায় ১ হাজার ২০০ ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে আরও বেশি আকারে ঋণ দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পেয়ে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আইন সংশোধনের এমন প্রস্তাব করেছে। একইভাবে এ-সংক্রান্ত বিধিমালারও অনেক পরিবর্তন আনা হয়েছে। যার খসড়াও প্রস্তুত হয়েছে। বর্তমানে খসড়া দুটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। সংশোধিত আইন ও বিধিমালার ওপর এখন বিভিন্ন অংশীজনের মতামত নেওয়া হবে। এরপর তা পূর্ণাঙ্গ খসড়া প্রস্তুত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে উপস্থাপন করা হবে। এরপর ভেটিং শেষে সেটি জাতীয় সংসদে বিল আকারে ওঠানো হবে। সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী জুনের বাজেট অধিবেশনেই বিলটি পাস করার পরিকল্পনা এবং তা রাষ্ট্রপতির সম্মতির মাধ্যমে গেজেট জারি করে সংশোধিত আইনে পরিণত করা হবে। অসচ্ছলদের খুব অল্প টাকা ঋণ দিয়ে সেটি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক কোনো খাতে ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে যে আয় মিলে, সাপ্তাহিক বা মাসিক কিস্তিতে সুদসহ তার অংশ বিশেষ ফেরত নেওয়ার রীতিই হলো ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম।

জানা গেছে, সময়ের বাস্তবতায় এখন ক্ষুদ্রঋণের প্রয়োজনীয়তা কমে এলেও এতদিন দেশে ক্ষুদ্রঋণই সামাজিক ও পারিবারিক অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটিয়েছে। এর আওতাভুক্ত হাজারো ব্যক্তি ও পরিবার এ ক্ষুদ্রঋণে পেয়েছে স্বনির্ভরতা। একইভাবে সারা দেশে অসংখ্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারও সৃষ্টি করেছে এই ক্ষুদ্রঋণ, যা মোট দেশজ উৎপাদনেও (জিডিপি) একটা গুরুত্বপূরণ অবদান রেখে আসছে। তবে এত ভালো খবরের ভিড়েও দেশে এ ক্ষুদ্রঋণের অনেক অপব্যবহারও এরই মধ্যে হয়েছে। অস্বাভাবিক সুদহার এবং ঋণ প্রদানকারীকে তা লাভজনক খাতে ব্যবহার শেখানোর চেয়ে বিতরণকৃত ঋণের টাকা ফেরত নেওয়ায় তোড়জোড়ও দেখা গেছে। ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের এ ধরনের উদাসীনতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির অভাবে ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে অনেক পরিবার কিংবা ব্যক্তি পথেও বসেছে। সব মিলেই এখন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের খোলনলচে বদল হতে যাচ্ছে।

ক্ষুদ্রঋণের আইন ও বিধিমালার সংশোধন প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির (এমআরএ) এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান মো. ফসিউল্লাহ কালবেলাকে জানান, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান বললে বোঝায় যে, এটা শুধু ক্ষুদ্রঋণ নিয়েই কাজ করে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণের কার্যক্রম অনেক বিস্তৃত হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ সক্ষমতা বেড়েছে। সদস্য গ্রাহকদেরও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও গ্র্যাজুয়েশন হওয়ার ফলে ঋণগ্রহীতাদের মধ্য থেকে একটা বড় অংশ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। যারা এখন ১০-২০ লাখ টাকা নিচ্ছে। ওই অর্থ বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রকল্পে বিনিয়োগ করছে। এতে করে এই ক্ষুদ্র উদ্যোগ অনেক মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে এখন আমরা শুধু ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ নেই। থাকতেও চাই না। এখন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো সঞ্চয়ও নিচ্ছে, সঞ্চয় রাখছে এবং তার বেনিফিটও দিচ্ছে। এখন মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটির এখন এজেন্ট ব্যাংকিং করার সক্ষমতা হয়েছে। প্রবাসীরা বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স পাঠালেও সেটি আমরা দিচ্ছি।

এক প্রশ্নের জবাবে মো. ফসিউল্লাহ আরও জানান, সামাজিক উন্নয়নেও কাজ করছে এমআরএ। যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত। দেশে এমন অনেক হাসপাতাল রয়েছে, যেটি ক্ষুদ্রঋণে গড়ে ওঠা। কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেছে—যেগুলো শিক্ষার প্রসারে কাজ করছে। পাশাপাশি এমআরএর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শিক্ষাবৃত্তি চালু

হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতি বছর পাবলিক বিশ্বদ্যিালয়ের ১ হাজার ২০০ মেধাবী ছেলে-মেয়েকে প্রতি মাসে ৩ এবং ৫-৮ হাজার টাকা পর্যন্ত মাসিক বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। এ কাজগুলো ক্ষুদ্রঋণের মধ্যে পড়ে না। যখন আইনটি করা হয়েছে, তখন ক্ষুদ্রঋণের এত বিস্তৃত কার্যক্রম ছিল না। এখন যেহেতু হচ্ছে, তাই আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হচ্ছে। আমরা চাই, এমআরএর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো যাই-ই করুক, সেটি আইনের মধ্য থেকে করুক। তা ছাড়া এখানে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিরও অনেক বিষয় দাঁড়িয়ে গেছে, যা বর্তমান আইনে তার কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। তাই বাস্তবতার নিরিখেই এই আইন ও বিধিমালার সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া প্রস্তাবিত খসড়া আইন পর্যালোচনায় আরও দেখা গেছে, রেগুলেটরি অথরিটির নিয়ন্ত্রণের ধরনেও গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। বর্তমান আইনে কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকে এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান বলা হয়। সংশোধিত আইনে 'ভাইস' শব্দটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের পরিচিতি হবে এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান হিসেবে। একইভাবে এমআরএ পর্ষদের সচিবের পরিচিতি মিলবে পর্ষদে সাচিবিক নাম হিসেবে। আর পরিচালনা পর্ষদের পরিচিতি হবে সাধারণ পর্ষদ হিসেবে।

আর বিধিমালার সংশোধনীতে বলা হয়, এমআরএর আওতাভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের সনদ বাতিল হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে আপিল করতে পারবেন, যা কর্তৃপক্ষের পরিচালনা বোর্ড তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে। এ ছাড়া পরিচালনা পর্ষদে কোনো মেয়াদে সদস্যের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশের বেশি পরিবর্তন করা যাবে না। এ ছাড়া সংশোধিত বিধিমালায় এমআরএ কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাও বাড়ানো হয়েছে। কোনো ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের স্থায়ী পদে এমআরএ কোনো কর্মকর্তাকে এক বছরের জন্য পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে পারবে। আর এখন থেকে কর্তৃপক্ষ নিজেই নিজের বাজেট তৈরি করবে পারবে। তবে সেটি সাধারণ পর্ষদ সভায় অনুমোদন করিয়ে নেবে।

THE BUSINESS STANDARD

Published: Sunday, 21 April 2024 Page: Banking

# Seven banks achieve record profits in 2023

**The achievement has been attributed to the banks' cost control on deposits and performing loan book expansion**

**TBS Report**

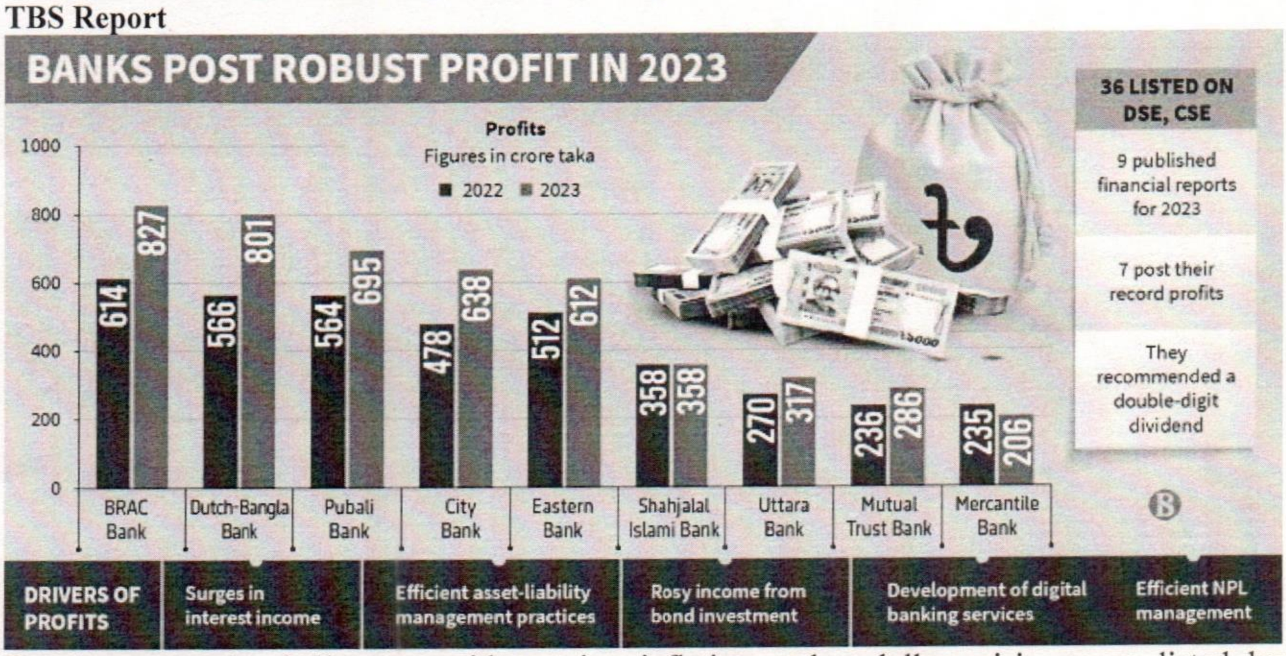


Despite economic challenges amid ongoing inflation and a dollar crisis, seven listed banks achieved record profits in 2023, credited to their effective business policies and strategies. Out of the 36 banks listed on the stock exchanges, nine have published their financial reports and recommended dividends for 2023. According to the financial statements, Dutch-Bangla Bank achieved a 42% growth in profit to Tk801 crore in 2023 compared to the previous year, marking the highest profit in its history. It also recommended a 17.50% cash dividend and 17.50% stock dividend for the shareholders.

BRAC Bank's profits jumped by 35% to Tk827 crore, while Pubali Bank saw a surge of 23% to Tk695 crore in profits. BRAC Bank declared a 10% cash dividend and 10% stock dividends for the last year, while Pubali Bank recommended a 12.50% cash dividend and 12.50% stock dividends. City Bank's profits rose by 33% to Tk638 crore, while Eastern Bank's profits grew by 20% to Tk612 crore. City Bank proposed a 15% cash dividend and 10% stock dividends, and Eastern Bank declared a 12.50% cash dividend and 12.50% stock dividends for the last year.

Additionally, Shahjalal Islami Bank experienced a moderate increase to Tk358 crore in profits, and Uttara Bank's profits rose by 17% to Tk317 crore. Shahjalal Islami Bank recommended a 14% cash dividend, and Uttara Bank proposed a 17.50% cash dividend and 12.50% stock dividends. This achievement was attributed to the banks' ability to control their cost of deposits, expand their performing loan book, and generate substantial revenue from investments in government securities, according to industry insiders.

However, they added that the exchange gain was not as impressive as in 2022. Eastern Bank in its annual report for 2023 said that Bangladesh is facing unprecedented macroeconomic pressures since 2022 which are reflected in unabated inflation, rapid depletion of foreign exchange reserves and mounting pressure on foreign exchange liquidity. Consequently, private sector credit growth shrank to 10.13% in December 2023 compared to 12.89% in December 2022. Confidence in the macro economy has been weakened hurting FDI inflows and causing downgrade of the country's credit ratings.

All these made the already fragile banking sector very weak. Lack of good governance, liquidity crisis and high loan default rate made the banking sector to yield subpar performance putting the overall economy at risk, it added. Moreover, Mutual Trust Bank posted a 21% growth in profit to Tk286 crore in 2023, although it is not the highest in its history. It proposed a 10% cash dividend to the shareholders.

Only Mercantile Bank failed to achieve growth in profit; rather, its profit dropped by 12% to Tk206 crore in the last year compared to the previous year. Despite profit drop, it declared a 10% cash dividend for the last year. Selim RF Hussain, managing director of BRAC Bank, told The Business Standard, the bank achieved its highest-ever profit last year, primarily propelled by interest income. He added that the bank's loan disbursement and deposit collection experienced growth surpassing the banking sector average, which was made possible through the development of digital banking services.

In the annual report of the Eastern Bank, Ali Reza Iftekhar, managing director at the bank, said when customer confidence in low performing banks dwindled last year mainly due to governance concerns, Eastern Bank continued to grow as a preferred bank for customers for its track record of championing compliance. In 2023, the bank achieved the milestone of exceeding Tk600 crore profit, reflecting efficient ALM practice, prudent risk management and varied cost rationalisation measures during persistently high inflation, he added. Asset and liability management, known as ALM, is the practice of managing financial risks that arise due to mismatches between the assets and liabilities as part of an investment strategy in financial accounting.

A senior officer at Dutch-Bangla Bank, told TBS on condition of anonymity that the robust profit achieved by the bank was mainly driven by the growth of high-quality loans and a faster increase in return on loans compared to the cost of deposits during 2023, as opposed to 2022, under the SMART rate mechanism. Earlier, the Bangladesh Bank's derivation of a new lending rate formula for commercial banks has helped alleviate their deposit cost pressure. According to the new lending rate policy, the rate will be based on the weighted average rate of a six-month treasury bill plus a 3% premium, which has been effective from 1 July 2023.

**Default loan**

The country's banking sector experienced a steep rise in default loans by Tk25,000 crore in 2023 amid election-centric political uncertainties and a severe dollar shortage that slowed down business activities, rendering many borrowers unable to continue debt servicing. At the end of December last year, the total default loan in the banking sector stood at Tk1.45 lakh crore, accounting for 9% of the total loans, which amounted to Tk16.17 lakh crore, according to Bangladesh Bank data. The Bangladesh Bank recently unveiled its roadmap aimed at reducing default loans to 8% by June 2026 to comply with a condition imposed by the International Monetary Fund (IMF) as part of a $4.7 billion loan package.